

বাংলা ভাষার উদ্ভব, বিকাশ এবং রূপ

বাংলাভাষা

পৃথিবীতে বর্তমানে প্রচলিত সাড়ে তিন হাজারের অধিক ভাষার একটি বাংলা। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলার স্থান পৃথিবীতে চতুর্থ। পৃথিবীব্যাপী প্রায় পঁচিশ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা। বাংলা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। বাংলাদেশ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এবং ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে।

বাংলা ভাষার উদ্ভব

১. ভাষার মূল উপাদান- ধ্বনি
২. ভাষার মূল উপকরণ- বাক্য
৩. মৈথিলী ও বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট ভাষার নাম- ব্রজবুলি ভাষা।
৪. বুদ্ধদেবের নির্দেশে যে ভাষা জন্ম লাভ করে- পালি ভাষা।
৫. বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত।
৬. ড. মুহাম্মদ শহীদুল-হ এর মতে বাংলা ভাষার জন্ম হয় গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে।
৭. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে বাংলা ভাষার জন্ম হয় ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ দশম শতকে মাগধী অপভ্রংশ থেকে।
৮. বাংলা ভাষার ভগ্নি সম্পর্কীয় ভাষা সমূহ হল অসমিয়া ও উড়িয়া।
৯. বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় একটি বই লিখেন যার নাম 'Origin and Development of Bengali Language. (ODBL)'
১০. বাংলা লিপির অব্যবহিত পূর্বের রূপ ছিল কুটিল লিপি।
১১. বাংলা লিপি বিকাশের ক্রম : ব্রাহ্মী লিপি > পূর্বী লিপি > কুটিল লিপি > বাংলা লিপি।

বাংলা লিপির উদ্ভব

- ❖ ভারতীয় লিপিমালার প্রাচীনতম রূপ দু'টি। যথাঃ ক. ব্রাহ্মী লিপি ও খ. খরোষ্ঠী লিপি।
- ❖ ব্রাহ্মী লিপি হতে আবার তিনটি লিপির উদ্ভব হয়েছে। যথাঃ ক. পশ্চিমা লিপি/সারদা ও খ. মধ্যভারতীয় লিপি/নাগর এবং গ. পূর্বী লিপি/কুটিল।
- ❖ বাংলা লিপির অব্যবহিত পূর্বের রূপ ছিল কুটিল লিপি।
- ❖ বাংলা লিপি বিকাশের ক্রম : ব্রাহ্মী লিপি > পূর্বী লিপি > কুটিল লিপি > বাংলা লিপি।
- ❖ খরোষ্ঠী লিপিতে লিপিমালার ডান দিকে থেকে বাম দিকে লেখা হয়।
- ❖ বাংলা বর্ণমালা গঠন কাজ শুরু হয় সেন যুগে এবং তা স্থায়ী রূপ লাভ করে পাঠান যুগে।
- ❖ শ্রীরামপুর মিশনে মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপিত হয়- ১৮০০ সালে।
- ❖ যে সব ভাষার লিপিতে বাংলা লিপির স্পষ্ট প্রভাব আছে- মনিপুরি, ওড়িয়া, মৈথিলি, অসমিয়া।
- ❖ ব্রাহ্মী লিপি লেখা হয় - বামদিক থেকে ডানদিকে।
- ❖ খরোষ্ঠী লিপি লেখা হয় - ডানদিক থেকে বামদিকে।
- ❖ বাংলা লিপিকে ছাপাখানায় মুদ্রণযোগ্য করে তৈরি করেন- পঞ্চগনন কর্মকার(ইংরেজ আমলে)।

- ❖ পঞ্চগনন কর্মকার ইংরেজ কর্মচারী চার্লস উইলকিন্সের কাছ থেকে বাংলা লিপি তৈরির কৌশল শিখেছিলেন।
- ❖ এই উপমহাদেশের আর্য ভাষার প্রাচীনতম বর্ণমালার সন্ধান পাওয়া যায় খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোকের শাসনামলে।
- ❖ মনিপুরি, উড়িয়া, মৈথিলি এবং অসমিয়া ভাষার লিপিতে বাংলা লিপির স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে।
- ❖ উপমহাদেশে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় ১৪৯৮ সালে গোয়ায়। এটি ছিল পর্তুগিজ ভাষার মুদ্রণযন্ত্র।
- ❖ ১৭৭৮ সালে উইলকিন্স হুগলিতে প্রথম বাংলা মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।
- ❖ বাংলাদেশে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৭ সালে রংপুরে 'বার্তাবহ যন্ত্র' নামে।

বাংলাভাষার রূপ

বাংলা, ইংরেজি, আরবি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় সাধারণত দু'টি রূপ বিদ্যমান।

ক) মৌখিক বা কথ্য রূপ

খ) লৈখিক বা লেখ্য রূপ

মৌখিক ও লৈখিক উভয় রূপেরই দুটি করে রীতি প্রচলিত রয়েছে।

ক) মৌখিক বা কথ্য রূপ:

ক) চলিত রীতি/সর্বজন স্বীকৃত আদর্শ চলিত রূপ/ প্রমিত চলিত রীতি

খ) আঞ্চলিক কথ্যরীতি/উপভাষা

খ) লৈখিক বা লেখ্য রূপ :

ক) সাধু রীতি/সর্বজন স্বীকৃত লেখ্যরূপ

খ) চলিত রীতি/সর্বজন স্বীকৃত আদর্শ চলিত রূপ/ প্রমিত চলিত রীতি

★ প্রশ্নোত্তরে বাংলা ভাষার রূপ :

প্রশ্ন : বাংলা ভাষা ব্যবহারের রীতি কয়টি?

উত্তর- দুইটি। (১) কথ্য ও (২) লেখ্য।

প্রশ্ন : আঞ্চলিক ভাষার আরেকটি নাম কী?

উত্তর- উপভাষা।

প্রশ্ন : উপভাষার ইংরেজি কী হবে?

উত্তর- Dialect.

প্রশ্ন : কোন ভাষার সাহিত্যে গাভীর ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়?

উত্তর- সাধু ভাষায়।

প্রশ্ন : ভাষার মৌলিক রীতি কোনটি?

উত্তর- লেখ্য।

প্রশ্ন : কোনটি সাধু ভাষার নিজস্ব বিশেষ বৈশিষ্ট্য?

উত্তর- তৎসম শব্দবহুলতা।

প্রশ্ন : চলিত ভাষার রীতি চালু করেন কে?

উত্তর- প্রমথ চৌধুরী।

প্রশ্ন : বাংলা ভাষায় যতি চিহ্নের প্রবর্তন করেন কে?

উত্তর- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

প্রশ্ন : সাধু ভাষায় কোন পদ বিশেষ রীতি মেনে চলে?

উত্তর- সর্বনাম ও ক্রিয়া।

প্রশ্ন : ভাষার কোন রীতি পরিবর্তনশীল?

উত্তর- চলিত রীতি।

প্রশ্ন : বাংলা ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি?

উত্তর- ৪টি। (১) ধ্বনি, (২) শব্দ, (৩) বাক্য ও (৪) অর্থ।

বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস

সর্বপ্রথম ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন পাণিনি। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে তিনি তাঁর বিখ্যাত “অষ্টাধ্যায়ী” নামের সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন।

এরপর ১৭৩৪ সালে পর্তুগিজ ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন ম্যানুয়েল দ্য আসসুম্পসাঁউ। পরবর্তিতে ১৭৪৩ সালে এটি পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। এরপর ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ১৭৭৮ সালে। তার রচিত বাংলা

ব্যাকরণ ‘A grammar of the Bengali Language’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

এরপর ব্যাকরণ রচনা করেন উইলিয়াম কেরী। ১৮০১ সালে তার বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। বাঙালীদের মধ্যে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন রাজা রামমোহন রায় ১৮২৬ সালে। তবে তা ছিল ইংরেজি ভাষায়। ইংরেজি ভাষায় রচিত তার ব্যাকরণ বইটির নাম ছিল ‘Bengali Grammar in English Language’। এরপর ১৮৩৩ সালে তিনি তার ইংরেজিতে লেখা ব্যাকরণটি বাংলায় অনুবাদ করেন। যা স্কুল বুক সোসাইটি, কোলকাতা, হতে প্রকাশিত হয়। এ ব্যাকরণের নাম ছিল “গৌড়ীয় ব্যাকরণ”। এটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।

তথ্য কণিকা

- ০১। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে পাণিনি প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন সংস্কৃত ভাষায় যার নাম ছিল “অষ্টাধ্যায়ী”।
- ০২। প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন ম্যানুয়েল দ্য আসসুম্পসাঁউ ১৭৩৪ সালে পর্তুগিজ ভাষায়।
- ০৩। প্রথম বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ সালে, পর্তুগিজ ভাষায়, রোমান হরফে।
- ০৪। সর্বপ্রথম পর্তুগিজ ভাষায় রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম Vocabolario em idioma Bengalla, e portuguez dividido em duas partes.
- ০৫। ইংরেজিতে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ১৭৭৮ সালে। তার ব্যাকরণের নাম A Grammar of the Bengali Language.
- ০৬। বাঙালীদের মধ্যে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন রাজা রামমোহন রায় ১৮২৬ সালে ইংরেজি ভাষায়। তার লেখা ব্যাকরণের নাম Bengali Grammar in English Language।
- ০৭। বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ সালে। তার ব্যাকরণের নাম ছিল গৌড়ীয় ব্যাকরণ।
- ০৮। ড: মুহম্মদ শহীদুল-হর লেখা ব্যাকরণের নাম ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ (১৯৩৫)।
- ০৯। ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ব্যাকরণের নাম “ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ” (১৯৩৯)।

গুরুত্বপূর্ণ নৈব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর

০১. সর্বপ্রথম বাংলায় বাংলা ব্যাকরণ লেখেন কে?
ক. রাজা রামমোহন রায় খ. এন. বি. হেলহেড
গ. উইলিয়াম কেরি ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
০২. ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় কতটি?

- ক. তিনটি খ. চারটি
গ. পাঁচটি ঘ. দু’টি
০৩. রাজা রামমোহন রায় রচিত ব্যাকরণখান্ন কোনটি?
ক. ব্যাকরণ মঞ্জরী খ. ব্যাকরণ বিচিত্রা
গ. Bengali Grammar ঘ. গৌড়ীয় ব্যাকরণ
০৪. ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয় -
ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব
গ. পদক্রম ঘ. অভিধানতত্ত্ব
০৫. বাংলা ব্যাকরণে ‘বচন ও লিঙ্গ’ আলোচিত হয় কোন বিভাগে?
ক. পদক্রমে খ. বাক্যতত্ত্বে
গ. ধ্বনিতত্ত্বে ঘ. রূপতত্ত্বে
০৬. ব্যাকরণের মূল ভিত্তি কী?
ক. ভাব খ. ভাষা
গ. ধ্বনি ঘ. বাক্য
০৭. ধাতুর রূপ ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচিত বিষয়?
ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. ভাষাতত্ত্ব
গ. রূপতত্ত্ব ঘ. বাক্যতত্ত্ব
০৮. ব্যাকরণকে এক কথায় কী বলে?
ক. ভাষা আইন খ. ভাষা অভিধান
গ. ভাষার সংবিধান ঘ. ভাষা বিশেষ-ষণ
০৯. বাংলা ব্যাকরণের মূল ভাবধারা এসেছে কোন ভাষা থেকে?
ক. সংস্কৃত খ. বাঙলা
গ. ইংরেজি ঘ. ফারসি
১০. পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষার কয়টি রীতি লক্ষণীয়?
ক. দুইটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

উত্তরমালা

১	ক	২	খ	৩	ঘ	৪	গ	৫	ঘ
৬	গ	৭	গ	৮	ঘ	৯	ক	১০	ক

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

► বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়- ৪টি

১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)
২. শব্দ বা রূপ তত্ত্ব (morphology)
৩. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (syntax)
৪. অর্থতত্ত্ব (Semantics)

এছাড়া ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় হল- অভিধানতত্ত্ব (Lexicography), ছন্দতত্ত্ব ও অলঙ্কারতত্ত্ব ইত্যাদি।

১. ধ্বনিতত্ত্ব :

এ অংশে ধ্বনি, ধ্বনির উচ্চারণ, ধ্বনির বিন্যাস, ধ্বনির পরিবর্তন, বর্ণ, ষ-কৃ ও ণ-কৃ বিধান, সন্ধি, যুক্তবর্ণ প্রভৃতি আলোচিত হয়।

২. শব্দ বা রূপতত্ত্ব :

এ অংশে শব্দের প্রকার, পদের পরিচয়, শব্দ গঠন, উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ, ধাতু, সমাস, কারক, ক্রিয়া, পদ প্রকরণ, ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ার ভাব, অনুসর্গ, শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি আলোচিত হয়।

৩. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম :

এ অংশে বাক্য, বাক্যের প্রকার, বাক্য বিশ্লেষণ, বাক্য পরিবর্তন, পদক্রম, বাগধারা, বাক্য সংকোচন, বাক্য সংযোজন, বাক্য বিয়োজন, বিরাম চিহ্ন, উক্তি বাচ্য প্রভৃতি আলোচিত হয়।

৪. অর্থ তত্ত্ব :

এ অংশে শব্দের অর্থ বিচার, বাক্যের অর্থ বিচার, শব্দের মুখ্যার্থ, শব্দের গৌণার্থ, সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, পারিভাষিক শব্দ প্রভৃতি আলোচিত হয়।

সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

- সাধুভাষায় ক্রিয়া পদের রূপ পূর্ণাঙ্গ ও সুনির্দিষ্ট। জানিলেন, বলিলেন, জানিয়া, বলিয়া
- চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের রূপ সংক্ষিপ্ত। জানলেন, বললেন, জেনে, বলে
- যে কোন ধরনের শব্দ সাধু ও চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে
- বাংলাভাষার সাধু ও চলিতরীতির সংমিশ্রণকে বলে- গুরুচালী দোষ

ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনিঃ মুখে উচ্চারিত শব্দের ক্ষুদ্রতম একককে ধ্বনি (Sound) বলে।
ধ্বনি দুই প্রকার: ১. স্বর ধ্বনি - যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বায়ু কোথাও বাধা প্রাপ্ত হয় না।

২. ব্যঞ্জন ধ্বনি - যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বায়ু বাধা প্রাপ্ত হয়।

বর্ণ : বর্ণ (Letter) হচ্ছে ধ্বনির লিখিত রূপ বা সাংকেতিক চিহ্ন। যেমন- অ, আ, ক, খ।

বাংলা বর্ণমালা ২ ভাগে বিভক্ত।

১. স্বরবর্ণ - ১১ টি (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ)।

বর্ণীয় নাম	অঘোষ (Voiceless)		ঘোষ (Voiced)			উচ্চারণ স্থলের স্থান	স্থান অনুযায়ী নাম	তাড়ণজাত	ড, ঢ
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য				
ক বর্ণীয়	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	কণ্ঠ	কণ্ঠ্য	কম্পনজাত	র
চ বর্ণীয়	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	অগ্রতালু	তালব্য	অনুনাসিক	ঁ
ট বর্ণীয়	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	মূর্ধা	মূর্ধণ্য	পার্শ্বিক	ল
ত বর্ণীয়	ত	থ	দ	ধ	ন	অগ্রদন্ডমূল	দন্ড	উন্ম	শ,ষ,স, হ
প বর্ণীয়	প	ফ	ব	ভ	ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য	অন্দ্রস্থ	য,র,ল,ব

➔ স্পর্শ ধ্বনি-

* ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনিকে স্পর্শ ধ্বনি বলে।

➔ অঘোষ ধ্বনি-

যে ধ্বনি উচ্চারণের আওয়াজে গাভীর আসে না সেসব ধ্বনিকে অঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন- ক, চ, ট, ত, প।

➔ ঘোষ ধ্বনি-

যে সব ধ্বনি উচ্চারণের আওয়াজ গভীর শোনায়ে, সেসব ধ্বনিকে বলে ঘোষ ধ্বনি। যেমন- গ, জ, ড, দ, ব।

➔ অল্পপ্রাণ ধ্বনি-

যে ধ্বনি উচ্চারণ করতে মুখ থেকে বাতাসের গতি স্বল্প হয় তাকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন- ক, চ, ট, ত, প, গ, জ, ড, দ, ব।

২. ব্যঞ্জনবর্ণ - ৩৯ টি (ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ঙ, ঙ, ঙ, ঙ, ঙ)।

মাত্রা-

বর্ণ	পূর্ণমাত্রা	অর্ধমাত্রা	মাত্রাহীন
স্বরবর্ণ	৬	১	
ব্যঞ্জনবর্ণ	২৬	৭	৬
মোট	৩২	৮	১০

স্বরধ্বনি ২ প্রকার- (ক) মৌলিক স্বরধ্বনি (খ) যৌগিক স্বরধ্বনি

(ক) মৌলিক স্বরধ্বনি-

যে স্বরধ্বনিকে ভেঙ্গে উচ্চারণ করা যায় না, বিশ্লেষণ করা যায় না তাকে মৌলিক স্বরধ্বনি বলে। মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি- অ, আ, ই, এ, এ্যা, উ, ও।

(খ) যৌগিক স্বরধ্বনি-

পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি দ্রুত উচ্চারণের সময় একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হলে তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা মোট ২৫টি।

বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ ২টি। যথা- ঐ এবং ঔ।

হ্রস্ব স্বর- ৪টি- অ, ই, উ, ঋ।

দীর্ঘস্বর- ৭টি- আ, ঊ, ঈ, এ, ঐ, ও, ঔ।

কার - স্বর বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে। কার ১০ টি। যথা- া, ি, ি, ি, ি, ি, ি, ি, ি, ি।

➤ নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগ দেখানো হল-

➔ মহাপ্রাণ ধ্বনি-

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় সজোরে নিঃস্বাস বের হয় বা, তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন- খ, ঘ, ছ, ঝ, ঞ, ঙ, ঙ, ঙ, ঙ, ঙ।

➔ নাসিক্য ধ্বনি-

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় নাক দিয়ে বাতাস বের হয় তাকে নাসিক্য ধ্বনি বলে। যেমন- ঙ, ঞ, ঙ, ন, ম।

➔ তাড়ণজাত ধ্বনি-

জিহবা দিয়ে দাঁতের মূলে আঘাত করে যে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকে তাড়ণজাত ধ্বনি বলে। ড, ঢ।

➔ কম্পনজাত ধ্বনি-

জিহবার অগ্রভাগ কম্পিত করে এ ধ্বনি উচ্চারিত হয় বলে একে কম্পনজাত ধ্বনি বলে। র।

➔ **পার্শ্বিক ধ্বনি**-যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহবার দুইপাশ দিয়ে বায়ু বের হয় তাকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। ল

➔ **উষ্ম/শিশ ধ্বনি**-যে বর্ণ উচ্চারণের সময় শিশ দেওয়ার মতো আওয়াজ হয় তাকে শিশ ধ্বনি বলে। শ, ষ, স, হ।

➔ **অস্পৃঙ্গস্থ ধ্বনি**-উচ্চারণের দিক থেকে স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনির মধ্যবর্তী ধ্বনিকে অস্পৃঙ্গস্থ ধ্বনি বলে। য, র, ল, ব।

➔ **পরশ্রয়ী ধ্বনি**-
যে ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না তাকে পরশ্রয়ী ধ্বনি বলে। ঙ, ঞ, ণ।

➔ **অনুনাসিক বর্ণ**-
শব্দকে যে বর্ণ তার পরবর্তী বর্ণের উচ্চারণকে নাসিক্য করে সেই বর্ণকে অনুনাসিক বর্ণ বলে। ঙ, ঞ, ণ।

➔ **কার**-
স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে। কারের সংখ্যা ১০টি। ‘অ’ ছাড়া সবকটি স্বরবর্ণের কার হয়। ঐ, ি, ি, ি, ি, ি, ি, ি, ি, ি।

➔ **ফলা**-
ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে ফলা বলে। ফলা ৬টি। যথা- ন, ম, য, র, ল, ব।

কতিপয় সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ

বর্ণ	গঠন	বর্ণ	গঠন
ক	ক্ + ক	দ	ব্ + দ
ক্ষ	ক্ + ষ	ঝ	ব্ + ষ
ক্ষ	ক্ + ষ্ + ণ	হ	হ্ + ণ
ক্ষ	ক্ + ষ্ + ম	হ	হ্ + ন
ক্ষ	হ্ + ম	হ	হ্ + ঞ
ধ	এ + চ	হ	হ্ + য- ফলা
ধ	এ + ছ	গ	গ্ + ন
জ	এ + জ	গ	গ্ + ষ
ঞ	এ + ঞ	দ	দ্ + ষ
য	য্ + ণ	দ	দ্ + ব-ফলা

গুরুত্বপূর্ণ নৈব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর

- উচ্চারণ স্থানের নাম অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনি গুলোকে কতটি ভাগে ভাগ করা হয়?
ক. চার ভাগে খ. পাঁচ ভাগে
গ. সাত ভাগে ঘ. ছয় ভাগে
- বাংলা বর্ণমালার কতটি বর্ণ অর্ধমাত্রা দিয়ে লেখা হয়?
ক. ছয়টি খ. আটটি
গ. পাঁচটি ঘ. দশটি
- বাংলা বর্ণমালার কতটি বর্ণ পূর্ণ মাত্রা দিয়ে লেখা হয়?
ক. দশটি খ. আটটি
গ. পাঁচটি ঘ. ত্রিশটি
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলোকে কতটি ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. দু’ভাগে খ. তিন ভাগে
গ. পাঁচ ভাগে ঘ. পাঁচ ভাগে
- বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কতটি?

- ক. দুটি খ. সাতটি
গ. পঁচিশটি ঘ. পাঁচটি
- ক. ‘ক’ থেকে ‘ম’ পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গুলোকে বলা হয়-
ক. স্পর্শ বর্ণ খ. বর্গীয় বর্ণ
গ. ক + খ ঘ. উষ্মবর্ণ
- যৌগিক স্বরের প্রতিশব্দ নয় কোনটি?
ক. সাক্ষ্যক্ষর খ. দ্বি-স্বর
গ. সন্ধিস্বর ঘ. মুক্তস্বর
- মহাপ্রাণ ধ্বনির উদাহরণ কোনটি?
ক. ক খ. গ ঘ. চ
- অনুনাসিক বর্ণ কোনটি?
ক. ঙ খ. ঞ
গ. ধ ঘ. কোনটিই নয়
- উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ‘জ’ কোন প্রকারের বর্ণ?
ক. কঠ বর্ণ খ. দন্ত বর্ণ
গ. মূর্ধ্য বর্ণ ঘ. তালব্য বর্ণ
- নিম্নের কোনটি কঠ বর্ণ?
ক. ঙ খ. চ গ. ত ঘ. ল
- উচ্চারণ রীতি অনুসারে ব্যঞ্জন বর্ণকে কতটি বর্ণে ভাগ করা হয়?
ক. ৩টি খ. ৪টি গ. ৫টি ঘ. ৬টি
- ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ কী কী?
ক. ওষ্ঠ ও তালু খ. জিহবা ও ওষ্ঠ
গ. দন্ড ও অগ্রতালু ঘ. কণ্ঠ ও জিহবা
- বাংলা বর্ণমালার কতটি ব্যঞ্জনবর্ণ অর্ধমাত্রা দিয়ে লেখা হয়?
ক. এগারটি খ. সাতটি
গ. পঞ্চাশটি ঘ. উনচলি-শটি
- বাংলা বর্ণমালার কতটি স্বরবর্ণ অর্ধমাত্রা দিয়ে লেখা হয়?
ক. আটটি খ. চারটি
গ. দুটি ঘ. একটি
- তালব্য ও নাসিক্য বর্ণ কোনটি?
ক. ঙ খ. ঞ গ. গ ঘ. ম
- যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে, তাকে বলে-
ক. অল্পপ্রাণ ধ্বনি খ. মহাপ্রাণ ধ্বনি
গ. ঘোষ ধ্বনি ঘ. অঘোষ ধ্বনি
- দ্যোতনাবিহীন ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের নিচে কোন চিহ্ন লিখতে হয়?
ক. হস্ খ. বন্
গ. হল্ ঘ. ক + গ
- যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনির দ্যোতনার জন্য দু’টো বা তার অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রিত হয়ে কোন বর্ণ গঠিত হয়?
ক. সংযুক্ত বর্ণ খ. উষ্ম বর্ণ
গ. স্পর্শ বর্ণ ঘ. ব্যঞ্জন বর্ণ
- ‘ক্ষ’ যুক্ত বর্ণটি কোন্ কোন বর্ণ মিলে গঠিত হয়েছে?
ক. খ + খ খ. ক্ + খ গ. ক্ + ষ ঘ. ক্ + হ
- ‘বিজ্ঞান’ শব্দের ‘জ্ঞ’ যুক্ত ব্যঞ্জনটি গঠিত হয়েছে?
ক. জ + জ মিলে খ. জ্ + ঞ মিলে
গ. জ + গ মিলে ঘ. গ্ + গ মিলে
- ক্ষ ব্যঞ্জনটি কোন কোন বর্ণ মিলে গঠিত?
ক. হ্ + ষ খ. হ্ + ম
গ. ক্ + খ ঘ. ম্ + হ
- ‘জ্ঞ’-এই যুক্তবর্ণটির বিভাজিত রূপ কোনটি?
ক. জ্ + ঞ খ. জ্ + গ
গ. ঞ্ + গ ঘ. ঞ্ + জ

২৪. সাধারণত 'ক' বর্ণের সাথে কোন নাসিক্য বর্ণটি যুক্ত হয়ে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠন করে?

ক. এঃ খ. ম গ. ৎ ঘ. ঙ

২৫. 'উষ' শব্দটির শেষের সংযুক্ত বর্ণটিতে কী কী বর্ণ যুক্ত হয়েছে?

ক. ষ + ণ খ. স্ + ন
গ. ষ + এঃ ঘ. স্ + ঙ

২৬. নিচের কোনটি পরাশ্রয়ী বর্ণ?

ক. ৎ খ. ঙ গ. এঃ ঘ. ঃ

২৭. বাংলা বর্ণমালায় অসংযুক্ত বর্ণের সংখ্যা কতটি?

ক. এগারটি খ. সাতটি
গ. পঞ্চাশটি ঘ. তেরটি

২৮. বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কতটি?

ক. দুটি খ. সাতটি
গ. পঁচিশটি ঘ. পাঁচটি

২৯. বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে?

ক. কার খ. ফলা
গ. হল ঘ. হস

৩০. 'এ'-ধ্বনির উচ্চারণ কয় রকম?

ক. দুই রকম খ. পাঁচ রকম
গ. তিন রকম ঘ. চার রকম
ঙ. ছয় রকম

৩১. বাংলায় 'ঋ' ধ্বনিকে কী বলা চলে না?

ক. যৌগিক ধ্বনি খ. মিশ্র ধ্বনি
গ. ব্যঞ্জন ধ্বনি ঘ. স্বর ধ্বনি

৩২. কোনটি যৌগিক স্বরধ্বনির উদাহরণ?

ক. 'উ' খ. 'এ' গ. 'ঐ' ঘ. 'ঈ'

৩৩. 'এ'-ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ কেবল শব্দের কোথায় পাওয়া যায়?

ক. আদিতে খ. শেষে
গ. মধ্যে ঘ. অন্তে

৩৪. পদের অন্তে 'এ'-ধ্বনির উচ্চারণ কী হয়?

ক. সংবৃত খ. অপ্রকৃত
গ. বিবৃত ঘ. প্রকৃত

৩৫. নিম্নের কোনগুলি উষ্মবর্ণ?

ক. ঙ এঃ ণ ন ম খ. ঙ ঘ ছ বা
গ. শ ষ স হ ঘ. ঙ ঘ ছ বা

৩৬. ভাষার মূল উপকরণ কোনটি?

ক. ধ্বনি খ. বাক্য গ. শব্দ ঘ. সন্ধি

৩৭. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ কয়টি?

ক. ২ টি খ. ৩ টি গ. ৫ টি ঘ. ৬ টি

৩৮. শব্দের ক্ষুদ্রতম একক কোনটি?

ক. বর্ণ খ. অক্ষর গ. ধ্বনি ঘ. স্বর

৩৯. বাংলা বর্ণমালায় কয়টি বর্ণে মাত্রা নাই?

ক. ৮ টি খ. ৯ টি গ. ১০ টি ঘ. ১১ টি

৪০. 'ক' থেকে 'ল' পর্যন্ত মোট ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কয়টি?

ক. ২৫ টি খ. ২৬ টি গ. ২৭ টি ঘ. ২৮ টি

৪১. ওষ্ঠ্য ধ্বনির ব্যঞ্জনবর্ণ গুলো হল-

ক. ট ঠ ড ঢ ণ খ. চ ছ জ ঝ ঞ
গ. ত থ দ ধ ন ঘ. প ফ ব ভ ম

৪২. 'ঋ'-ত (৭) প্রকৃত প্রসঙ্গকে কোন বর্ণের ঋ রূপ?

ক. খ খ. ত গ. দ ঘ. ধ

৪৩. কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' সৃষ্টি হয়?

ক. ও + ই খ. এ + ই গ. অ + ই ঘ. ক + ই

৪৪. কোনটি ওষ্ঠ্য বর্ণ?

ক. ত খ. ধ গ. ক ঘ. প

৪৫. ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলা হয়?

ক. কার খ. মাত্রা গ. ফলা ঘ. কষি

৪৬. মহাপ্রাণ বর্ণগুচ্ছ কোনটি?

ক. খ, ছ, ঠ খ. ক, খ, ঙ গ. খ, গ, ঙ ঘ. চ, ছ, ঞ

৪৭. পার্শ্বিক ব্যঞ্জনের উদাহরণ কোনটি?

ক. হ খ. শ গ. র ঘ. ল

৪৮. বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রা ও অর্ধমাত্রার বর্ণের সংখ্যা যথাক্রমে-

ক. ৪০ টি ও ১০ টি খ. ৩২ টি ও ১৮ টি
গ. ৩০ টি ও ১০ টি ঘ. ৩২ টি ও ১০ টি

৪৯. ড় এবং ঢ় কোন ধরনের ধ্বনি?

ক. ঘৃষ্ট ধ্বনি খ. নাসিক্য ধ্বনি
গ. তাড়নজাত ধ্বনি ঘ. ওষ্ঠ্য ধ্বনি

৫০. বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক-

ক. বাচ্য খ. শব্দ গ. বর্ণ ঘ. ধ্বনি

৫১. 'ত, থ, দ, ধ' এ চারটি বর্ণকে বলে -----

ক. কণ্ঠ বর্ণ খ. ওষ্ঠ্য বর্ণ
গ. দন্ড বর্ণ ঘ. তালব্য বর্ণ

৫২. বাংলা বর্ণ মালায় কয়টি পূর্ণ মাত্রার বর্ণ আছে?

ক. ২৯ খ. ৩১ গ. ৩২ ঘ. ৩৫

৫৩. একক বা একাধিক অর্থবোধক ধ্বনির সম্মিলনে তৈরী শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয়-

ক. শব্দ খ. রূপ গ. বর্ণ ঘ. প্রতীক

৫৪. নিচের কোন প্রত্যঙ্গটি বাগযন্ত্রের অংশ নয়?

ক. ফুসফুস খ. নাসিকা গহবর
গ. চোয়াল ঘ. ঠোঁট

৫৫. আনন্দস্বরতন্ত্রী ধ্বনি কোনটি?

ক. ছ খ. ধ গ. ক ঘ. হ

৫৬. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?

ক. ৩৫টি খ. ৩৭টি গ. ৩৯টি ঘ. ৪১টি

৫৭. নিম্নের কোনটি ত্রুষ্-স্বর বর্ণ নয়?

ক. অ খ. আ গ. ই ঘ. উ

৫৮. "ধ্বনিই ভাষার মূল"- কথাটি কি ঠিক?

ক. হ্যাঁ খ. না গ. অর্ধসত্য ঘ. প্রায় সঠিক

৫৯. 'ও'--- এক প্রকার

ক. নিঃশব্দ ধ্বনি খ. 'য়' শ্রেণীর ধ্বনি
গ. 'ং' জাতীয় ধ্বনি ঘ. 'হ'-এর ধ্বনি

৬০. ন্ ধ্বনি কোন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়?

ক. জিহ্বার ডগা দাঁতকে স্পর্শ করে
খ. জিহ্বার ডগা দন্ডমূলকে স্পর্শ করে
গ. জিহ্বার ডগা তালুকে স্পর্শ করে
ঘ. জিহ্বার ডগা উপরের পাটি দাঁতকে স্পর্শ করে

উত্তরমালা

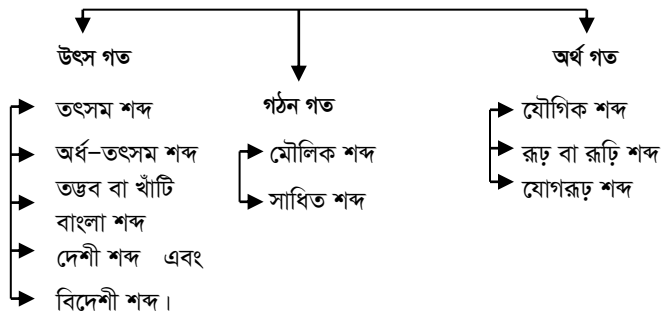
১	খ	২	খ	৩	ঘ	৪	খ	৫	গ
৬	গ	৭	ঘ	৮	গ	৯	ঘ	১০	ঘ
১১	ক	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ঘ
১৬	খ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	গ
২১	খ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	ক
২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ক
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	ক	৩৫	গ
৩৬	খ	৩৭	ক	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	ঘ
৪১	ঘ	৪২	খ	৪৩	গ	৪৪	ঘ	৪৫	গ
৪৬	ক	৪৭	ঘ	৪৮	ঙ	৪৯	গ	৫০	খ
৫১	গ	৫২	গ	৫৩	ক	৫৪	ক	৫৫	খ
৫৬	গ	৫৭	খ	৫৮	ক	৫৯	ঘ	৬০	খ

শব্দ

শব্দ :- অর্থবোধক বর্ণগুচ্ছকে শব্দ বলে।

শব্দের প্রকারভেদঃ

শব্দকে তার উৎস, গঠন ও অর্থের ভিত্তিতে তিন ভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। নিম্নোক্ত ছকে শব্দের শ্রেণীবিভাগ বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হলো।



শব্দের উৎস মূলক শ্রেণী বিভাগ

বাংলা ভাষায় যে সকল শব্দ সন্নিবেশিত, উৎসের বিচারে সেগুলোকে পশ্চিতিগণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথাঃ

- ক) তৎসম শব্দ খ) তদ্ভব বা খাঁটি বাংলা শব্দ
গ) অর্ধ-তৎসম শব্দ ঘ) দেশী শব্দ
ঙ) বিদেশী

ক) তৎসম শব্দ : [তৎ (তার) + সম (সমান) = তার সমান] সংস্কৃতের সমান অর্থে। সংস্কৃত থেকে সরাসরি যে সকল শব্দ বাংলায় এসেছে তাদেরকে তৎসম শব্দ বলে। যেমন : চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, মনুষ্য, ধর্ম, পাত্র, হস্ত, চর্মকার, জ্যোৎস্না, শ্রাদ্ধ, গৃহিণী, বৈষ্ণব, কুৎসিত, সম্রাট, রাজা প্রভৃতি।

খ) অর্ধ-তৎসম : যে সকল শব্দ সংস্কৃত শব্দ হতে ক্রিয়িত পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে তাদের অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। যেমনঃ জ্যোৎস্না, ছোরা, গিল্লী, বোষ্টম, কুচ্ছিত।

গ) তদ্ভব শব্দ : [তৎ (তার) + ভব (উৎপন্ন)] : সংস্কৃত মূল হতে প্রাকৃতের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে যে শব্দগুলো তাদেরকে তদ্ভব শব্দ বলে। যেমনঃ হাত, চামার, হাট ইত্যাদি। সংস্কৃত 'হস্ত' থেকে প্রাকৃতে

'হথ' এবং 'হথ' থেকে বাংলা 'হাত'। এমনটি সংস্কৃতে 'চর্মকার' হতে প্রাকৃত 'চর্মআর' হয়ে বাংলা 'চামার'।

ঘ) দেশী শব্দ : বাংলার আদিম অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি-জাত কিছু শব্দ এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। এগুলোকে দেশী শব্দ বলে। উৎস নির্ণয় হলেও মাঝে মাঝে এদের মূল নির্ধারণ করা যায় না। যেমনঃ কোল - 'কুড়ি' (বিশ)। তামিল - পেট। মুন্ডারী - 'চুলা' (উনুন)।

এরূপ কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, ডিঙ্গা, টেঁকি, কালো, খড়, খেয়া, চিংড়ি, ডিঙা, বাঁক, ফিঙে, বাদুর, পাঁঠা, ভিড়, ঢিল, ঢাল, ঢোল, ওত, আড়, খাড়া, উল্টা, কুড়া ইত্যাদি।

ঙ) বিদেশী শব্দ :

রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কারণে বিভিন্ন ভাষা ভাষী মানুষের যে সব শব্দকে বাংলা ভাষাভাষীরা নিজেদের সংস্কৃতিতে স্থান দিয়েছে সেগুলোকে বিদেশী শব্দ বলে।

বিদেশী শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি ও ইংরেজি শব্দ বেশী এসেছে বাংলাতে। এছাড়া পর্তুগিজ, ফরাসি, ওলন্দাজ ও তুর্কি- এসব ইউরোপীয় ভাষা থেকে শব্দ বাংলাতে এসেছে। এশিয়: ভারত, চীন, মালয়, জাপান, মায়ানমারের কিছু শব্দ ও বাংলাতে স্থান করে নিয়েছে।

১) আরবি শব্দ : আলখাল-া, আল-হ, ইসলাম, ঈমান, ওয়ু, কোরবানি, কুরআন, কিয়ামত, গোসল, জান্নাত, জাহান্নাম, তওবা, তসবি, যাকাত, হজ, হাদিস, হারাম, হালাল, সালাত, হদি, কায়েম, কায়দা, আদব, আজান, আখের, আজব, আদায়, আসবাব, আসল, আসামি, আহাম্মক, ইজ্জত, ইমারত, ইস্তিফা < ইস্তিফা, উকিল, এলাকা, ওজন, ওয়াদা, কদর, কাজি, কাবাব, কুর্সি, কিচ্ছা < কিসসা, খত, খতম, খাতির, খারিজ, খাস, গজল, গায়েব, গৌসা < গুসসা, জবাই < জবেহ, জব্দ (জরৎ), জরিমানা < জুরমানা, জ্বালাতন < জলাওয়াতন, তবলা, তুলকালাম, দাবি, দৌলত, নকল, নগদ, ফকির, বদল, বাকি, মওকা, মজুত < মওজুদ, মতলব, মেজাজ, মেহনত, রদ, রায়, লায়েক, লোকসান < লুকসান, শরিক, শহিদ, শুর, সহি < সহিহ, সাফ, সাহেব, সুফি, হাকিম, হামলা, হাল, হাসিল, হিসাব, হুকুম, কানুন, কলম, কিতাব, দোয়াত, এজলাস, এলেম, ওজর, আদালত, ইনসান, মহকুমা, মুসেফ, মোজার, আলেম ইত্যাদি।

২) ফারসি শব্দ : খোদা, গুনাহ, দোযখ, নামায, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোযা, কারখানা, চশমা, জবানবন্দি, তারিখ, তোশক, দফতর, দরবার, দোকান, দস্তখত, নালিশ, বাদশাহ, বান্দা, মোহর, রসদ, আদমি, আমদানি, জিন্দা, জানোয়ার, নমুনা, বদমাস, রফতানি, হাঙগামা, আন্দাজ, ইয়ার, কারসাজি, কোমর, খরচ < খর্চ, খরিদ, খরিদার, খাসা, খুব, খুশি, খোরাক, খোশামোদ < খুশআমদ, গরম < গর্ম, গর্দান, গোস্দ্, চর্বি, চশমা, চামচ, চালাক, চেহারা < চিহরা, জানালা, জামানা, জীন, জোর, তক্তা, তাজা, দম, দরখাস্ত, দরজা < দরওয়াজা, দরদ < দর্দ, দোস্দ্, নরম < নর্ম, পছন্দ < পসন্দ, নাস্ত্রানাবুদ < নেস্দ্ওয়ানাবুদ, পর্দা, পশম, পাঞ্জা, পালোয়ান, পেয়াদা, পেয়ালা, পির, পোশাক, বজ্জাত < বদ্-জাত, বনিয়াদ, বন্দর, বন্দোবস্ত, বরদাস্দ্, বাজার, মগজ, মালিশ, মিহি, মোরগ < মুর্গ, রমাল, রোজ, রোশনাই, লাগাম, শরম, শাগরেদ, শানাই, সজিন, সাবাস, সবুজ < সবজ, সরকার, সরঞ্জাম, সরাই, সর্দি, সিন্দুক, সেপাই, হাণ্ডা, হরেক, হামেশা, হিন্দু, হুঁশ < হোশ, হেস্দ্ নেস্দ্ < হেস্দ্ওয়ানীস্দ্

৩) তুর্কি : উজবুক, উর্দি, কাঁচি, কাবু, কুলি, কুর্নিশ, কোর্তা, ক্রোক, খাঁ < খান, চাকু, চাকর, তোপ, দারোগা, বাবুর্চি, বাবা, বারন্দ, বোচকা, মুচলেকা, লাশ, সুলতান।

৪) ইংরেজি :

ইউনিয়ন, কলেজ, টিন, নভেল, পাউডার, পেন্সিল, ব্যাগ, ফুটবল, লাইব্রেরি, আফিম, অফিস, বাস, হাসপাতাল, বোতল, ইস্যু, ইমপিচমেন্ট, উইল, কপি, কফি, ক্যাটালগ, কার্পেট, কেরোসিন, ক্রিকেট, চেক, চেয়ার, আপিল, আপেল, ইঞ্চি, জাঁদরেল, টেবিল, ডাক্তার, পলস্‌ড্রা (Plaster), বেঞ্চি, সাস্ত্রি, পার্ক ইত্যাদি।

৫) পর্তুগিজ : আনারস, আলকাতরা, আলমারি, ইন্ডিয়ান, ইস্পাত, চাবি, জানালা, পৈপে, পেরেক, বারান্দা, বেহালা, বোতাম, সাবান, আলপিন, গার্জা, গুদাম, পাউরুটি, পাদ্রি, বালতি ইত্যাদি।

৬) ফরাসি : কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেসেপ্টিবল, আঁতাত, ইংরেজ, ওলন্দাজ, ক্যাফে, গ্যারেজ, বুর্জোয়া ইত্যাদি।

৬) ওলন্দাজ : ইক্ষাপন, টেকা, তুরপ, রুইতন, হরতন, ইক্ষুরপ ইত্যাদি।

৮) গুজরাটি : খন্দর, হরতাল ইত্যাদি।

৯) পাঞ্জাবি : চাহিদা, শিখ ইত্যাদি।

১০) চিনা : চা, চিনি, লিচু ইত্যাদি।

১১) বর্মি (মায়ানমার) : ফুঙ্গি, লুঙ্গি ইত্যাদি।

১২) জাপানি : রিক্সা, হারিকিরি, হাসনাহেনা / হাসুনোহানা, জুজুৎসু, সাম্পান ইত্যাদি।

১৩) মিশ্র শব্দ : রাজা বাদশা (তৎসম + ফারসি), হাটবাজার (বাংলা + ফারসি), খ্রিষ্টাব্দ (ইংরেজি + তৎসম), ডাক্তার খানা (ইংরেজি + ফারসি) পকেটমার (ইংরেজি + বাংলা), চৌ-হদ্দি (হিন্দি + আরবি), মাস্টারমশাই (ইংরেজি + তদ্ভব), শ্রমিক-মালিক (তৎসম + আরবি), শাকসবজি (তৎসম + ফারসি), আইনজীবী (ফারসি + তৎসম)।

১৪) পারিভাষিক শব্দ : বিদেশী শব্দের ভাবানুবাদ বা সম্পূরক প্রতি শব্দের বলা পারিভাষিক শব্দ। যেমন : Hydrogen - উদ্যান, Secretary - সচিব, Radio - বেতার, Graduate - স্নাতক ইত্যাদি। পারিভাষিক শব্দের প্রচুর উদাহরণ অন্য লেকচারশীটে সন্নিবেশিত আছে।

শব্দের গঠনগত শ্রেণী বিভাগ

গঠনগত দিক থেকে বাংলা ভাষার শব্দ সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

যথাঃ ক) মৌলিক শব্দ

খ) সাধিত শব্দ

ক) মৌলিক শব্দ : যে সকল বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙ্গে আলাদা করা যায় না সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে।

যেমনঃ গোলাপ, নাক, লাল, তিন, বই ইত্যাদি।

খ) সাধিত শব্দ :

যে সকল শব্দকে ভাঙলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে।

সাধিত শব্দ সাধারণতঃ সমাসনিষ্পন্ন, প্রত্যয়সাধিত বা উপসর্গজাত।

যেমনঃ সিংহাসন (সিংহ চিহ্নিত আসন) : সমাসনিষ্পন্ন।

প্রশাসন (প্র + শাসন) : উপসর্গজাত।

অর্থভেদে শব্দের শ্রেণী বিভাগ

অর্থগত ভাবে বাংলা ভাষার শব্দ সমূহ তিনভাগে বিভক্ত। যথাঃ

ক) যৌগিক শব্দ,

খ) রুঢ় বা রুঢ়ি শব্দ এবং

গ) যোগরুঢ় শব্দ

ক) যৌগিক শব্দ : যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম তাদেরকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমনঃ গায়ক = গৈ + অক - অর্থঃ গান করে যে। কর্তব্য = কৃ + তব্য - অর্থঃ যা করা উচিত। দৌহিত্র = দুহিতা + মধ্য - অর্থঃ কন্যার পুত্র বা নাতি।

খ) রুঢ়ি শব্দ :

যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অনুগামী না হয়ে অন্য কোন বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে রুঢ়ি শব্দ বলে।

যেমনঃ হস্‌ট্রি = হস্‌ড + ইন - অর্থঃ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হস্‌ড আছে যার। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থ - 'হস্‌ট্রি' একটি পশুকে বোঝায়। গবেষণা = গো + এষণা - অর্থঃ গরু খোঁজা। গভীরতম অর্থ ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা। অনুরূপ উদাহরণ : বাঁশি, তৈল, প্রবীণ, সন্দেশ।

গ) যোগরুঢ় শব্দ :

সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণ ভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোন বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরুঢ় শব্দ বলে।

যেমনঃ পঙ্কজ - পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মালেও 'পঙ্কজ' শুধুমাত্র 'পদ্মফুল' অর্থ নির্দেশ করে। তাই পঙ্কজ একটি যোগরুঢ় শব্দ। অনুরূপ উদাহরণ : রাজপুত, জলধি, মহাযাত্রা, কবিগুরু, বলদ, জলদ।

গুরুত্বপূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর

০১। আরবি থেকে আগত শব্দ-

ক. খবর খ. বেতার গ. পেয়ারা ঘ. গুদাম

০২। 'সবুর' কোন ভাষার শব্দ?

ক. আরবি খ. উর্দু গ. তুর্কি ঘ. ফারসি

০৩। 'কেছা' কোন ভাষার শব্দ?

ক. গুজরাট খ. আরবি গ. দেশি ঘ. তুর্কি

০৪। পর্তুগিজ থেকে গৃহিত বাংলা শব্দ-

ক. পেরেক খ. পেরেশান গ. গেঞ্জি ঘ. পালিশ

০৫। নীচের কোন শব্দটি জাপানি ভাষা?

ক. বাবা খ. আয়না গ. ডাক্তার ঘ. রিকসা

০৬। ফরমান শব্দটি কোন্ ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে?

ক. আরবি খ. ফারসি গ. ফরাসি ঘ. হিন্দি

০৭। 'রেনেসাঁস' কোন ভাষার শব্দ?

ক. ফরাসি খ. ফারসি
গ. ইংরেজি ঘ. পর্তুগিজ

০৮। কোনটি পর্তুগিজ শব্দ?

ক. আনারস খ. গর্জন গ. তালা ঘ. প্যান্ট

০৯। 'খিস্টিয়ানিউড' কোন ভাষার শব্দ?

ক. সংস্কৃত	খ. বাংলা	ক. আরবি	খ. তুর্কি	গ. পর্তুগিজ	ঘ. হিন্দি				
গ. ফারসি	ঘ. আরবী	৩২। ফরাসি থেকে আগত শব্দ	ক. ঠাণ্ডা	খ. বরফ	গ. ইংরেজি	ঘ. হিম			
১০। 'উকিল' ও 'মক্কেল' শব্দ দুটি বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে-	ক. তুর্কি ভাষা হতে	খ. আরবি ভাষা হতে	৩৩। 'চাবি, জানালা, বালতি'- এগুলো কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে-	ক. পর্তুগিজ	খ. জাপানি	গ. রুশ	ঘ. চীনা		
১১। 'বাবা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?	ক. তুর্কি	খ. আরবি	গ. উর্দু	ঘ. ফারসি	৩৪। 'চাবি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে?	ক. আরবি	খ. ফারসি	গ. পর্তুগিজ	ঘ. সংস্কৃত
১২। 'মশকরা' ও 'মশগুল' শব্দ দুটো-	ক. তুর্কি	খ. হিন্দি	গ. ফারসি	ঘ. আরবি	৩৫। 'আনারস' কোন ভাষা থেকে এসেছে?	ক. ইতালীয়	খ. জাপানি	গ. ইংরেজি	ঘ. পর্তুগিজ
১৩। 'উকিল' শব্দটি কোন ভাষা হতে এসেছে?	ক. তুর্কি	খ. আরবি	গ. হিন্দি	ঘ. চীনা	৩৬। নিচের কোন শব্দটি সাধুভাষায় ব্যবহার্য?	ক. পুজো	খ. যদ্যপি	গ. আজ	ঘ. কাঁটা
১৪। কোন শব্দটি সংস্কৃত-ফারসির মিশ্রণ?	ক. হাসিখুশি	খ. হাসিমুখ	৩৭। 'কারবার'- শব্দটি-	ক. আরবি	খ. ফারসি	গ. উর্দু	ঘ. পর্তুগিজ		
গ. হাসিঠাট্টা	ঘ. হাসিতামাশা	৩৮। কোনটি বিদেশী শব্দ?	ক. চাকু	খ. কুলা	গ. টোপর	ঘ. চুলা			
১৫। কোনটি পর্তুগিজ শব্দ?	ক. বালতি	খ. দারোগা	গ. চাহিদা	ঘ. নালিশ	৩৯। 'সাবান' একটি-	ক. বিদেশী শব্দ	খ. দেশী শব্দ		
১৬। কোনটি বিদেশী শব্দ নয়?	ক. লুঙ্গি	খ. তফসিল	গ. চাটাই	ঘ. চোট	গ. তত্ত্ব শব্দ	ঘ. তৎসম শব্দ			
১৭। 'সামপান' কোন ধরনের বিদেশী শব্দ?	ক. চীনা	খ. জাপানি	গ. বর্মি	ঘ. কোনটিই নয়	৪০। চকলেট শব্দটি হলো-	ক. ফরাসি ভাষার	খ. মেক্সিকান ভাষার		
১৮। 'ম্যালেরিয়া' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?	ক. ইতালি	খ. ফরাসি	গ. ইংরেজি	ঘ. রুশ	গ. ইংরেজি ভাষার	ঘ. পর্তুগিজ ভাষার			
১৯। পাউরুটি শব্দটি-	ক. বাংলা	খ. উর্দু	গ. পর্তুগিজ	ঘ. গুজরাটি	৪১। নামায ও রোযা কোন ভাষার শব্দ?	ক. আরবী	খ. সংস্কৃত		
২০। হরতাল কোন ভাষার শব্দ?	ক. ওলন্দাজ	খ. তুর্কি	গ. গুজরাটি	ঘ. হিন্দি	গ. ফরাসি	ঘ. ফারসি			
২১। কোনগুলো খাঁটি বাংলা শব্দ?	ক. হস্দ্, মস্দ্‌ক	খ. খোকা, চাঁপা	৪২। বাংলা ভাষায় 'রিব্রা' শব্দটি এসেছে-	ক. ফরাসি	খ. ফারসি	গ. হিন্দি	ঘ. জাপানি		
গ. গিল্লী, গতর	ঘ. চাঁদ, ভাত	৪৩। নিচের কোনটি দেশী শব্দ?	ক. গৃহিণী	খ. ধর্ম	গ. চামার	ঘ. ডাব			
২২। 'তহবিল' কোন ভাষার শব্দ?	ক. আরবি	খ. তুর্কি	গ. উর্দু	ঘ. ফারসি	৪৪। আরবি থেকে আগত শব্দ-	ক. ফন্দিবাজ	খ. তকলিফ	গ. উমেদার	ঘ. বাগান
২৩। 'রিকশা' শব্দটি:	ক. তুর্কি	খ. ফরাসি	গ. জাপানি	ঘ. পর্তুগিজ	৪৫। 'বালতি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে-	ক. হিন্দি	খ. উর্দু	গ. পর্তুগিজ	ঘ. গ্রিক
২৪। কোনটি খাঁটি বাংলা শব্দ?	ক. কুলা	খ. হাত	গ. চর্মকার	ঘ. গিল্লি	৪৬। আঁতাত, শব্দটি-	ক. ইংরেজি	খ. ফারসি	গ. ফরাসি	ঘ. স্প্যানিশ
২৫। 'দ্বাদশ' শব্দটি-	ক. অঙ্কবাচক	খ. গণনাবাচক	৪৭। 'উকিল' ও 'মক্কেল' শব্দ দুটি কোন ভাষা থেকে বাংলাভাষায় গ্রহণ করা হয়েছে?	ক. তুর্কি ভাষা থেকে	খ. ফরাসি ভাষা থেকে				
গ. পূরণবাচক	ঘ. তারিখবাচক	৪৮। ফরাসি ভাষা থেকে আগত শব্দ-	ক. ইস্পাত	খ. ইস্পিরি	গ. ইশারা	ঘ. ইংরেজি			
২৬। 'দই' শব্দটির উৎসভাষা	ক. আরবি	খ. সংস্কৃত	গ. তুর্কি	ঘ. পর্তুগিজ	৪৯। তৎসম উপসর্গের অল্‌ভুক্ত শব্দ-	ক. পরাজয়	খ. ফি-বছর	গ. নিমরাজি	ঘ. বিফল
২৭। তত্ত্ব শব্দগুচ্ছ	ক. ক্রোধ, নক্ষত্র, পত্র	খ. কেতন, ঘেন্না, পথি	৫০। 'লুঙ্গি' শব্দটি যে ভাষা থেকে আগত-	ক. চীনা	খ. বর্মি	গ. হিন্দি	ঘ. জাপানি		
গ. আট, ছাতা, মাছ	ঘ. আনারস, লিচু, হাকিম	৫১। 'সওদাগর' শব্দের 'গর' কোন ভাষা থেকে আগত?	ক. জার্মান	খ. ফারসি	গ. গ্রীক	ঘ. ল্যাটিন			
২৮। অর্ধ-তৎসম শব্দ কোনটি?	ক. নৃত্য	খ. হাসপাতাল	গ. রতন	ঘ. ঝাঁড়	৫২। কুড়ি কোন জাতীয় শব্দ ?	ক. তৎসম	খ. তত্ত্ব	গ. দেশী	ঘ. বিদেশী
২৯। কোন শব্দটি ইংরেজি থেকে বাংলায় এসেছে?	ক. বাদাম	খ. বোতল	গ. বাজিমাং	ঘ. বাগান	৫৩। কোনটি তত্ত্ব শব্দ নয়?	ক. নদী	খ. বোন	গ. রাখাল	ঘ. মেয়ে
৩০। চলিত রীতির নিয়মে ব্যবহার যোগ্য শব্দ কোনটি?	ক. ব্যাঘ্র	খ. পাওনা	গ. প্রাপ্য	ঘ. কূপ	৫৪। কোনটা দেশী শব্দ?				
৩১। 'তেজারত' শব্দটি									

- ক. চামার খ. পেট গ. মনুষ্য ঘ. বোতল
৫৫। 'ঠাণ্ডা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
ক. হিন্দি খ. উর্দু গ. ফারসি ঘ. সংস্কৃত
৫৬। 'কাঁচি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
ক. তুর্কি খ. ফারসি গ. পর্তুগিজ ঘ. বাংলা
৫৭। 'তবলা' শব্দটির উৎপত্তি কোন ভাষা থেকে?
ক. আরবি খ. ফারসি গ. পর্তুগিজ ঘ. সংস্কৃত
৫৮। 'শাকসব্জি' শব্দটি কোন দুইয়ের মিলন?
ক. তৎসম+ফারসি খ. তদ্ভব+ফারসি
গ. পর্তুগিজ+আরবি ঘ. দেশি+আরবি
৬৯। 'দালাল' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
ক. ইংরেজি খ. উর্দু গ. হিন্দি ঘ. আরবি
৬০। দেশি শব্দ কোনটি?
ক. শরম খ. চাবি গ. কুটুম্ব ঘ. খড়

উত্তরমালা

১	ক	২	ক	৩	খ	৪	ক	৫	ঘ
৬	খ	৭	ক	৮	ক	৯	গ	১০	খ
১১	ক	১২	গ	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	ক
১৬	গ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	গ	২০	গ
২১	ঘ	২২	ক	২৩	গ	২৪	খ	২৫	গ
২৬	খ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	খ
৩১	ক	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	গ	৩৫	ঘ
৩৬	খ	৩৭	খ	৩৮	ক	৩৯	ক	৪০	খ
৪১	ঘ	৪২	ঘ	৪৩	ঘ	৪৪	খ	৪৫	গ
৪৬	গ	৪৭	গ	৪৮	ঘ	৪৯	ক	৫০	খ
৫১	খ	৫২	গ	৫৩	ক	৫৪	খ	৫৫	ক
৫৬	ক	৫৭	ক	৫৮	ক	৫৯	ঘ	৬০	ঘ

শব্দ শুদ্ধিকরণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অর্পন	অর্পণ
অবলিলা	অবলীলা
অপরারু	অপরারু
অন্তর্ভুক্ত	অন্তর্ভুক্ত
অঙ্গিকার	অঙ্গীকার
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত/অধীন
আয়ত্ত	আয়ত্ত
অগ্নিমন্দ	অগ্নিমন্দ্য
অতীথি	অতিথি
অনাটন	অনটন
অহোরাত্রি	অহোরাত্র
অদ্যাপিও	অদ্যাপি
আভ্যন্তরীণ	অভ্যন্তরীণ
ইতোপূর্বে	ইতঃপূর্বে
উৎপাত	উৎপাত

একত্রিত	একত্র
কিম্বা	কিংবা
কচিং	কুচিং
গার্হস্থ	গার্হস্থ্য
ছাগীদুগন্ধ	ছাগদুগ্ধ
জাগবুক	জাগরুক
তত্তাবধান	তত্তাবধান
দৈত	দ্বৈত
নৈষাত	নৈষ্যত
নিরহংকারী	নিরহংকার
প্রাতঃস্মরণীয়	প্রাতঃস্মরণীয়
পানিগি	পানিনি
প্রতিদ্বন্দ্বীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
পিপিলিকা	পিপীলিকা
ব্যথা	ব্যথা
বাল্লিকী	বাল্লীকি
বাম্পিভূত	বাম্পীভূত
বিভিষিকা	বিভীষিকা
ভূম্যাধিকারী	ভূম্যধিকারী
মূণাল	মৃণাল
মন্যস্জর	মন্সস্জর
যুথিকা	যুথিকা
যাথার্থতা	যাথার্থ/যথার্থতা
লজ্জাকর	লজ্জাকর
শুশুর	শ্বশুর
শিরোণাম	শিরোনাম
শিরচ্ছেদ	শিরশচ্ছেদ
শুশ্রূসা	শূশ্রূষা
সন্মান	সম্মান
সন্তেও	সন্ত্বেও
সত্তা	সত্তা
স্বতঃস্ফূর্ত	স্বতঃস্ফূর্ত
সদ্যজতি	সদ্যোজাত
সুসুপ্ত	সুষুপ্ত
সম্বরণ	সংবরণ
সস্ত্রীক	সস্ত্রীক
নিসাদ	নিষাদ
অধ্যায়ন	অধ্যায়ন
স্বতোসিদ্ধ	স্বতঃসিদ্ধ
নির্ধনী	নির্ধন
পথমধ্যে	পথিমধ্যে
সৌজন্যতা	সৌজন্য
সখ্যতা	সখ্য
হ্রষিকেশ	হ্রষীকেশ
পশ্বধম	পশ্বধম
আকর্ষণ পর্যন্ড	আকর্ষণ বা কণ্ঠ পর্যন্ড
করিতকর্মা	কৃতকর্মঅ
বক্ষপরি	বক্ষউপরি
সলজ্জিত	লজ্জিত/সলজ্জ

সমৃদ্ধশালী	সমৃদ্ধিশালী
ব্যথা	ব্যথা
অদ্ভুত	অদ্ভুত
অধ্যয়ন	অধ্যয়ন
অত্যাধিক	অত্যাধিক
অনুদীত	অনুদিত/অনুদিত
অদ্যাবধি	অদ্যাবধি
আশীষ	আশিস
আরোগ্য হওয়া	আরোগ্য লাভ করা
অগুৎপাত	অগুৎপাত
উদ্ভূত	উদ্ভূত
অভিসেক	অভিষেক
অসহনীয়	অসহ্য/অসহনীয়
অশ্রুজল	অশ্রু
আকাজ্জা	আকাজ্জা
ইয়ত্তা	ইয়ত্তা
উদ্ধতপূর্ণ	উদ্ধতপূর্ণ
ঐক্যতান	ঐক্যতান
কালীদাস	কালিদাস
গ্রীস্য	গ্রীস্ম
ঘূর্ণমান	ঘূর্ণ্যমান
জীবী	জীবী
জাতী	জাতি
তৎব্যতীত	তদ্ব্যতীত
দুরাবস্থা	দুরবস্থা
নূন	নূন
নির্দোষী	নির্দোষ
প্রসংশনীয়	প্রশংসনীয়
পক্ক	পকু
প্রতুষ	প্রতুষ
পিতৃসসা	পিতৃসসা
ব্যুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
বিনাপাণি	বীণাপাণি
বিষন্ন	বিষন্ন
ভৌগলিক	ভৌগোলিক
মনরঞ্জন	মনোরঞ্জন
মুহূর্ত	মুহূর্ত
মাধুর্যতা	মাধুর্য/মধুরতা
যুবগণ	যুবগণ
লক্ষণ	লক্ষণ
লীলাভূমি	লীলাভূমি
শ্বাশুড়ি	শ্বাশুড়ী
শাপদ	শ্বাপদ
শশ্রু	শ্বশ্রু
ষাণ্মাসিক	ষাণ্মাসিক
সম্মেলন	সম্মেলন
সহযোগি	সহযোগী
সত্ত	সত্ত
স্বাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য

সমিচীন	সমীচীন
সৌজন্যতা	সৌজন্য
সমিকরণ	সমীকরণ
হৃদপিণ্ড	হৃৎপিণ্ড
মৃন্ময়	মৃন্ময়
সম্বদ	সংবাদ
পিশাচিনী	পিশাচী
নির্দোষী	নির্দোষ
ঐক্যতা	ঐক্যতা
সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য
মহাত্ম্য	মহাত্ম্য
ব্যর্থ	ব্যর্থ
অশ্রুজল	চোখের জল/অশ্রু
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
গড্ডালিকা	গড্ডলিকা
বাহুল্যতা	বাহুল্য, বহুলতা
সশক্তি	সশঙ্ক/শক্তিত
সবিনয় পূর্বক	সবিনয়ে, বিনয় পূর্বক
জৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ
অনসন	অনশন
অদ্যপি	অদ্যাপি
অহর্নিশি	অহর্নিশি
অর্থনৈতিক	অর্থনীতিক
অধীনস্ত	অধীন
আমাবশ্যা	আমাবস্যা
অগত্যা	অগত্যা
অনিহা	অনীহা
অজাগর	অজগর
অত্যন্ত	অত্যন্ত
রাজনৈতিক	রাজনীতিক
আশীর্বাদ	আশীর্বাদ
আব্যকীয়	আবশ্যক
উপরোক্ত	উপরিউক্ত/উপর্যুক্ত
উষা	উষা
কথপোকথন	কথোপকথন
কুটনৈতিক	কুটনৈতিক
গ্রাহ্যনীয়	গ্রাহ্য/গ্রহণীয়
চক্ষুস্মান	চক্ষুস্মান
জ্যোতি	জ্যোতি
তৎক্ষণাৎ	তৎক্ষণাৎ
দারিদ্রতা	দরিদ্রতা/দারিদ্র্য
দোষনীয়	দুষণীয়
নিরপরাধী	নিরপরাধ
নিরিক্ষন	নিরীক্ষণ
পশ্চাত	পশ্চৎ
পার্শ্ব	পার্শ্ব
পৃথকান্ন	পিচাশ
ব্যতিক্রম	ব্যতিক্রম
ব্যয়াম	ব্যায়াম

গ. যৌগিক বাক্য

ঘ. জটিল বাক্য

২০. ‘শিশিরের বয়স যখন সময়ে ষোল হইলেও সেটা স্বভাবের ষোল, সমাজের ষোল নহে।’- এটি কোন বাক্যের উদাহরণ?

ক. সরল

খ. যৌগিক

গ. মিশ্র

ঘ. ক + গ

উত্তরমালা

০১	ক	০২	খ	০৩	খ	০৪	গ	০৫	ক
০৬	খ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	খ	১০	খ
১১	ক	১২	ক	১৩	ক	১৪	ক	১৫	খ
১৬	গ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	খ